Chakraborty
Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য : বহুস্বরিক পাঠ

সম্পাদনা

দিলদার কিবরিয়া

সোম

সোম পাবলিশিং

Chakraborty
Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য : বহুস্বরিক পাঠ

সম্পাদনা

দিলদার কিবরিয়া

প্রথম প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারী, ২০২১

ISBN : 978-81-950554-4-9

© সম্পাদক

প্রকাশক এবং সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অক্ষর বিন্যাস : আলিউল হক

প্রুফ সংশোধন : লেখক

প্রচ্ছদ : অমিত মণ্ডল

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে সর্বাণী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং শরৎ ইম্প্রেশনস, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে মুদ্রিত।

'Bish Shataker Bangla Kathasahitya : Bahuswarik Path '

A book on 'Twentieth Century Bengali Fiction Polysyllabic Text'

edited by

Dildar Kibria

Published by Som Publishing
21, Kanai Dhar Lane , Kolkata 700 012
Ph - 8697267510 / 9874094834
e-mail : sompublishing16@gmail.com

মূল্য : ২৪৯ টাকা

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সূচিপত্র

'তিতাস একটি নদীর নাম' : মালোদের লোকসংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ ১৫

অঙ্কিতা গুহ

প্রসঙ্গ : 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে সময় ও সমাজ ১৯

আতোয়ার হোসেন

'আরণ্যক' : প্রকৃতি ও লোকজীবনের দলিল ২৯

মৃণাল কান্তি রায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' : লোকসংস্কৃতির পরিচয় ৪০

শুক্লা গাঙ্গুলী

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' : রাঢ়ের লোককথা ৪৬

ড. সৌরভ নূরানী চৌধুরী

তারাশঙ্করের 'রাধা' : বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের নিরিখে স্বকীয় ও পরকীয়া সাধনার দ্বন্দ্ব ও তান্ত্রিকতার সমন্বয় ৫১

প্রগতি চেতনা বক্সী

'পদ্মানদীর মাঝি' : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ৬১

আঞ্জু মনোয়ারা বেনজির চৌধুরী

'পুতুল নাচের ইতিকথা : স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব মুখর সম্পর্কের জটিল বিন্যাস ৬৪

আফরুজা খাতুন

'কুষ্ঠরোগীর বউ' মনোলোকের বিবর্তনে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির জীবনে উত্তরণ ৭২

দীপঙ্কর দাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আজকের নারী প্রসঙ্গ : 'দুঃশাসন' ও 'বন-জ্যোৎস্না' ৮২

ধ্রুব মুন্সী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : উদ্বাস্তু জীবন ও সমাজ ৮৭

প্রবীর দেবনাথ

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

কুষ্ঠরোগীর বউ : মনোলোকের বিবর্তনে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির জীবনে উত্তরণ

দীপঙ্কর দাস

'কুষ্ঠরোগীর বড়' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' নামক গল্প সংকলনের অন্যতম গল্প। গল্প সংকলনটি প্রকাশ হয় হাজার ১৯৪৪ সালে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে তেরোটি গল্প সংকলিত ছিল। সেখানে মানুষের স্বভাব, বয়স, মানসিকতা, পেশা সাংসারিক জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গল্পগুলি লেখা হয়েছে। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের মতো 'দোকানীর বউ' 'বিপত্নীকের বউ' গল্পগুলো বিখ্যাত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনে দুটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সাহিত্য এবং পরবর্তীকালের সাহিত্য। দুই সময়ে ভিন্ন জীবন দর্শন তার সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় ভাবনায় প্রভাবিত হন এবং সাহিত্য রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'বউ' গল্প গ্রন্থের প্রকাশের একবছর পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। মার্কসবাদের সাম্যের বাণী মানবতাবাদের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সাল ও পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত গল্প উপন্যাস গুলোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মন্বন্তরের আগে কোনো কোনো রচনায় তিনি সমষ্টি মানুষের কথা ভেবেছেন। দুস্থ, অসুস্থ, জটিল মানসিকতার মধ্য থেকে সরিয়ে এনে জনগণের মধ্যে স্থান করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' গল্পটিতে কুষ্ঠ রোগীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অসহায় কুষ্ঠরোগীদের কথা আছে।

গল্পটিতে তেমন কোনো সুদূর কাহিনি নেই, তেমন কোনো ঘটনাও নেই। যতীন ও মহাশ্বেতার জীবনে মনোবিবর্তনের জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠে একটি রোগকে কেন্দ্র করে। দুটি চরিত্রের মধ্যে মধ্যে জটিল টানা-পোড়েনে মনোলোকের চমৎকার প্রকাশ লেখক দেখিয়েছেন কুষ্ঠ রোগী যুবক ধনী পরিবারের সন্তান তার কুষ্ঠ হয়েছ। গল্পে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর বিষণ্ণতা বোধ এবং তার উত্তর দেখা যায় স্ত্রী মহাশ্বেতার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি-র স্বভাবে সেবার মধ্য থেকে মুক্তির স্বাদ খুঁজে নিয়েছে।

গল্পটিতে ঘটনার তেমন কোনো ক্রমানুসারে কাহিনি নেই আছে দাম্পত্য সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের বেদনাবিদুর ছবি। গল্পটির কাহিনিতে দেখা যায়

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
Bagdogra

গল্পটির নায়ক যতীন ধনী পরিবারের সন্তান তার বয়স আঠাশ বছর চার বছর আগে মহাশ্বেতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। যতীনের পিতা প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন বঞ্চিত মানুষদের শোষণ করে যে সম্পত্তি অর্জন করেছে। নিয়তির অমোঘ খেলায় বঞ্চিত মানুষদের অভিশাপের কারণেই হয়তো তার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন।

"কোন নৈসর্গিক কারণ থেকে কিনা ভগবান জানেন, মাঝে মাঝে মানুষের কথা আশ্চর্য রকম ফলিয়া যায়। সমবেত ইচ্ছা শক্তির মর্যাদা দিবার জন্য ভগবান বিনিদ্র রজনী যাপন করেন না; মানুষের মর্মাহত অভিশাপের অর্থও জ্বালাময় অক্ষমতা ঘোষণা করার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। তবু মাঝে মাঝে প্রতিফল ফলিয়া যায়, বিষাক্ত এবং ভীষণ।"[১]

এই উক্তিতে নিয়তিবাদের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আবার শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ যারা কপালের ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করেন তাদের কথা গল্পকার বলেছেন।

"কপালের পাঁচশো ফোটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন করো সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। ... সুতরাং বলিতে হয় যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনো করিত না। তাই, জীবনের আনাচে কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সে জন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। ... জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পাবার আগেই মাত্র আঠাশ বছর বয়সে যত্নের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।"[২]

হয়তো সে অভিশাপের ফলে বিবাহিত জীবনে নেমে আসে অন্ধকার, দেখা দেয় রোগের। কিন্তু যতীন বা স্ত্রী মহাশ্বেতা প্রথমে রোগটির অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি। স্বামীর আঙুলে ফুস্কুরির মতো কিছু একটা আবির্ভাব হয় সেই ফুস্কুরিকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিকতার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেই ফুস্কুরি তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে যেন প্রণয়ের গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। যতীন আঙুলের অসাড়তার কথা জানালে যথার্থ সহধর্মীনির মতো যতীনকে সোহাগ করে বলে—

"একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো একটা চুমো খেয়ে দিচ্ছি; এক চুমোতে সেরে যাবে আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।"[৩]

তবে তাদের এই সুখের দাম্পত্য সম্পর্ক বেশিদিন চলেনি। ক্রমশ সম্পর্কে মেঘ

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

ঘনীভূত হয়। ডাক্তার দেখানো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে এটা দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগ, সেটা তারা বুঝতে পারে। যতীনের কুষ্ঠ রোগের কথা শুনে মহাশ্বেতা ভেঙে পড়ে—

"মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে। অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে অকথা যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্গে বিহ্বলের মতো হইয়া সে বলিল তোমার কুষ্ঠ হযেছে? ও ভগবান কুষ্ঠ!"[৪]

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য এবং সে রোগ ক্রমশ যতীনের শরীরে ছড়িয়ে পড়বে সেই ভয় থেকে মানুষের কাছ থেকে নিজেকের বাড়িতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে রাখে। আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে নির্বাসিত জীবন মেনে নিতে হয়। নির্বাসিত জীবনে যতীন একা হয়ে পড়ে, তখন স্ত্রী মহাশ্বেতা কে সে বেশি কাছে পেতে চায় তার সহচর্য লাভ করতে চায়। স্ত্রী মহশ্বেতা অনেক যত্ন নিয়ে সেবা করে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা বাইরে থেকে ফিরে যায়। কিন্তু মহাশ্বেতা কে সে ছাড়তে পারে না। মহাশ্বেতা নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে স্বামীর সেবা যত্নে ব্যস্ত থাকে এ ব্যাপারে তার কোনো ভুল হয় না। সে জীবন বিপন্ন করে স্বামীকে সুস্থ করার জন্য নিজের স্নান খাওয়া সব ভুলে যায় অথচ সে যতীনের মন পায়না ক্রমাগত এবং অসুস্থতার জন্য যতীনের নির্বাসিত জীবন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। যতীন সেই আগের যতীন থাকে না। মহাশ্বতার প্রতি তার অস্বাস্থ্যকর মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে মহাশ্বেতার সেবার মধ্যে যত্নের এর মধ্যে তার অবজ্ঞা ঘৃণা করুণা বলে মনে হয় অন্য পুরুষের প্রতি মহাশ্বেতা আসক্ত বলে সে সন্দেহ করতে থাকে মহাশ্বেতার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মারা যায় সেই সন্তানের প্রসঙ্গ তুলে অপবাদ দিয়ে ক্ষোভ উগরে দেয় যতীন স্বামীর এই অসহনীয় অকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার চরমে পৌছে মাহশ্বেতা নিজেকে পাল্টাতে থাকে তার মন মুক্তি পেতে চায় আজ পেতে চায় সে যন্ত্রের মতো হয়ে যায় এরপর যতীনকে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস খুঁজে পেতে সেজন্য সে দেবতার আশীর্বাদ পেতে কামাখ্যা যায় এদিকে যতীনকে না জানিয়ে মাহশ্বেতা কালীঘাটে পুজো দিতে যায় সেখানেই দান করতে গিয়ে মন্দিরের পাশে কুষ্ঠ রোগীদের দেখা পায় এখান থেকে মহাশ্বেতার মনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় কয়েকজন কুষ্ঠ রোগীকে নিয়ে যতীন ফেরার আগেই বাড়িতে আশ্রম খুলে দেয় ডাক্তার-নার্সের ব্যবস্থা করে কামাখ্যার তীর্থস্থান থেকে ফিরে এসে যতীন মহাশ্বেতার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায় দৈবশক্তি রাস্তা খুঁজে পাওয়ার যতীনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় পূর্বের জায়গায় আশ্রয় নেয় আগের মতন মহাশয় তাকে এখন আর

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সেরকম সেবা করে না এমনকি প্রিয় দেখেনা যে করেছে সে কুষ্ঠরোগীদের সেবাতে সে এখন মগ্ন থাকে। এক সময় স্বামীকে সে ভালোবাসতো ঘৃণা করত কুষ্ঠ রোগীদের এখন ঠিক তার উল্টোটা হয়ে গেছে তার জীবনে এখন সে ভালোবাসে কুষ্ঠ রোগীদের ঘৃণা করে তার স্বামীকে।

গল্পটি পড়লে বোঝা যায় গল্পটিতে এমন কোনো কাহিনি নেই। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল ফ্রেম আঁকা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাম্পত্য জীবনের দুটি চরিত্র মহাশ্বেতা যতীনে দ্বন্দ্ব, তাদের অস্তিত্বের সংকট এবং তাদের সম্পর্কের সংঘাত তৈরি করেছেন। দুটি চরিত্রের নির্মাণ করেছেন স্বাভাবিক বাস্তবতার পথেই, চরিত্র দুটি একটি রোগকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটিতে কতগুলো ঘটনা পাওয়া যায়—

১। নিয়তিবাদ এর প্রসঙ্গে পূর্ব পুরুষেরা মানুষকে বঞ্চনা করে অর্থ উপার্জন করেছে। সেই পাপে হয়তো যতীনের রোগ হয়েছে।

২। যতীনের কুষ্ঠ রোগ হবার অনুমানে ডাক্তার এরপর ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘটনা।

৩। রোগ নির্ণয়কে কেন্দ্র করে যতীন ও মহাশ্বেতার দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেমের চিত্র।

৪। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারের দ্বারা রোগ চিহ্নিত হয়। সে সময় যতীনের কথায় উঠে আসে মহাশ্বেতার গর্ভে সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ এখানে যতীন মহাশ্বেতাকে গঞ্জনা করেছে।

৫। যতীনের স্বার্থপর ব্যবহারে দূরে সরে আসতে বাধ্য হয় মহাশ্বেতা।

৬। গল্পের মহাশ্বেতা এবং যতীনের মনের বিবর্তন ঘটে যতীনের স্বার্থপরতার রূপ দেখা যায় মহাশ্বেতা যতীনের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। মন্দিরের দ্বারে পড়ে থাকা কুষ্ঠ রোগীদের নিয়ে সে বাড়িতে কুষ্ঠা শ্রম করে। তখনই তার ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টি জীবনে উত্তরণ ঘটে যায়।

গল্পকার খণ্ড খণ্ড ছবি বা ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। গল্পকার মাঝে মাঝে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন ব্যাখ্যা করেছেন। আবার দুটি চরিত্রের মনোলোকে দৃষ্টিপাত করে তাদের মানসিকতার বদল এ কথা বলেছেন। এবং টুকরো টুকরো চিত্রের মধ্য দিয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। গল্পটির প্রধান বিষয় হলো দুটি চরিত্রের মনো বিবর্তনকে তুলে ধরা। আর সেটা পরিলক্ষিত হয় তাদের স্বভাবে, মানসিক আচরণে ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
Bagdogra

কুষ্ঠরোগীর বউ গল্পের প্রধান চরিত্র মহাশ্বেতা নামকরণের ক্ষেত্রে ও বোঝা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র মহাশ্বেতা। লেখক তার চরিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনোলোকের অসামান্য বিবর্তন এঁকেছেন। মহাশ্বেতার এই চরিত্র নির্মাণ অসাধারণ দক্ষতা মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের তুলে ধরেছেন। তাকে কঠিনতর লৌহ মানবী করে তুলেছেন। গল্পটিতে মহাশ্বেতা চরিত্রের বিবর্তন ধাপে ধাপে লক্ষ্য করা যায়। যতীনের যখন কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় হয়নি মহাশ্বেতার প্রেম তখন সাধারণ নারী হিসেবে জেগে উঠেছে। এখানে তার প্রেম স্বভাব রোমান্টিকতার নারীর পরিচয় পাওয়া যায় গল্পে গল্পকার মহাশ্বেতা চরিত্রের মনোলোকের বিবর্তন কিভাবে ঘটিয়েছেন প্রসঙ্গক্রমে সেগুলো দেখব—

১। "একটু টিনচার আইডিন লাগিয়ে দেব? নয়তো বলো চুমো খেয়ে দিচ্ছি, এক ঘুমোতে সেরে যাবে।"[৫]

২। "আঙুলটা চুম্বন করিয়া মহাশ্বেতা হাসিল।"[৬]

৩। মহাশ্বেতা যেন মরিয়া গিয়াছে অন্যায় অসঙ্গত অপঘাতে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়া সদ্য সদ্য মরিয়া গিয়াছে। বিমূঢ় আতঙ্কে বিহবলের মতো হইয়া সে বলিল তোমার হয়েছে? ও ভগবান কুষ্ঠা"[৭]

৪। "খানিকটা কল বানিয়া যাওয়া মানুষের সবজাগ্রত খেয়ালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিআছে।"[৮]

৫। "...ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে এক এক সময় সে শুধু বেশি বাতাসে প্রয়োজন জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে দীর্ঘশ্বাসের মত শোনায়, অদৃষ্টকে অভিশপ্ত শোনায়।"[৯]

৬। "মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্য সে শিহরিয়া ওঠেনা।"[১০]

৭। "বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল তার সুশ্রী রমণীর চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাইরের এই কদর্যতা তাহার ভেতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকা মূঢ়মনা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[১১]

৮। "মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরকালটা সহমরণে যাইবে না"[১২]

৯। "...এই অভিশাপ দেওয়ার পর মহাশ্বেতা যতীনকে একরকম ত্যাগ করিল।

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

সেবা সে প্রায় বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল, এবার কাছে আসাও কমাইয়া দিল।"[১৩]

১০। "সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করি তো পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠ রোগআক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।"[১৪]

গল্পটিতে দেখা যায় মহাশ্বেতা একজন সাধারণ নারী। চুম্বনের মতো ঘটনায় প্রেম স্বভাবের মধ্যে সহজাত বাঙালি রমণীর প্রতিরূপ ধরা পড়েছে। গল্প দেখা যায় তার মধ্যেও তার মানসিক বিবর্তন কাজ করেছে। কেননা, প্রথমে যখন রোগ নির্ণয় হয়নি তখন স্বামীর আঙুলে চুমু দিয়েছে রোগ নির্ণয়ের পর কিন্তু সে পরবর্তী সময়ে চুমু দিতে চায়নি। এই ঘটনায় যতীন মর্মাহত হয়। মহাশ্বেতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্মে যতীনের যত্ন নিয়েছে তাকে সেবা করেছে। তবে যতীন তার সেই সেবার মূল্য বুঝতে চাইনি গাড়ি উল্টে তাকে অপবাদ দিয়েছে। স্বামীর কঠিন অসুখ জেনেও নীরবে সেবা করে গেছে এবং যতীনের সঙ্গে যেতে চায়নি। মঙ্গল কামনায় কালীঘাটে পুজো দিয়েছে সেখানেই তার মমতাময়ী হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক যন্ত্রণা পেয়েও সে পরাজয় স্বীকার করেনি, যতীনের কাছ থেকে অনেক অপমান লাঞ্ছনা যন্ত্রণার পরেও দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ না করে সে শান্ত হয়ে থেকেছে। তব্যু সে যতীনকে ছেড়ে চলে যায়নি তার স্বামীর প্রতি নির্বাক নিশ্চুপ আত্মসমর্পণ তার বুকে নিরাশা হতাশার দিকে নিয়ে গেছে যতীন তা বোঝেনি। স্বার্থপরতা নিয়ে যতীন মহাশ্বেতার প্রতি প্রবল অন্যায় করে, কিন্তু মহাশ্বেতা সব সময় ঠিক থাকতে পারেনি সে অবশ্যই প্রতিবাদ করেছে, রাতে যতীনের অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য অন্য ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দূরে সরে আসতে চেয়েছে। তার চেতনায় জেগে উঠে জীবনের কোনো কিছুকে ধরে বাঁচার অনুসন্ধান। লেখক এর ভাষায়—

"এ ঘরে নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত যতীন জাগিয়া থাকে, ও ঘরে মহাশ্বেতা শূন্য বিছানায় নিস্পন্দ অনুসন্ধানের জীবনের অবলম্বন খোঁজে।"[১৫]

মহাশ্বেতা চরিত্রের মনোবিবর্তন ঘটে যায়। যতীনকে সে কামাক্ষা যাত্রায় একা পাঠিয়ে দেয়। মহাশ্বেতা কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়ে অনেক ভিখারী ও কুষ্ঠ রোগীদের দেখা পায়। সে মন্দিরে বিখ্যাত কুষ্ঠ রোগীদের বাড়িতে নিয়ে আসে, তাদের সেবার জন্য কুষ্ঠাশ্রম খোলে সেখানেই মহাশ্বেতা জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন করতে চায়। মনোলোকের বিবর্তনের উত্তরণে মহাশ্বেতা ব্যক্তিজীবনকে ছেড়ে সমষ্টি জীবনের প্রতি যাত্রা করে। একে ছেড়ে বহুত্বের দিকে গন্তব্য করে। আর এই সুন্দর জীবনাভূতি দিয়ে মহাশ্বেতা চরিত্র নির্মাণ করেছেন লেখক। গল্পের শেষে দেখা যায়—

Chakraborty
Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

"সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিতো, ঘৃণা করি পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।"[১৬]

যতীন চরিত্রকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন্ত করে তুলেচেন অন্তর্লোকের মনস্তত্ত্বের গভীরে গিয়ে। লোগকে কেন্দ্র করে চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছে অনিচ্ছে তার অস্তিত্বের সংকটকে অনেক জটিলতা অস্থির করে তুলেছে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে নিভৃতে থাকতে চেয়েছে। লেখক যতীন চরিত্রের মানবিক সমাধান করতে চেয়েছেন। যতীন চরিত্রের মধ্য দিয়ে কুষ্ঠ রোগীর আচরণ, মানসিক অবস্থা বোঝা যায়। যতীন চরিত্রে সেটি সার্থকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

গল্পে যতীন চরিত্রটি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে গল্পের প্রাসঙ্গিক উক্তি প্রেক্ষিতে দেখানোর চেষ্টা করব।

১। "আঙ্গুলটা কেমন অসাড় লাগছে শ্বেতা।"[১৭]

২। "কি পাবে আমার এমন হলো শ্বেতা।"[১৮]

৩। "স্ত্রীকে সে সর্বদা কাছে ডাকে, সব সময় কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। কাছে বসিয়া মহাশ্বেতা তার সঙ্গে কথা বলুক, তাকে বই পড়িয়া শোনাক।"[১৯]

৪। "... তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?
... অমন করে তাকাও কেন?"[২০]

৫। "মহাশ্বেতার নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে তাই স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে"[২১]

৬। "... যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলে," তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে; ছেলে খেকো রাক্ষসী। তুমি মরতে পারোনি? না, সাধ আহ্লাদ এখনো মেটেনি? এখনো বুঝি একজন খুব ভালোবাসছে।"[২২]

৭। "যতীন রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলে রিভলভারের গুলি ভরে রাখলাম। কাল সকালে ঘর থেকে বেরোলেই গুলি করব।"[২৩]

৮। "এ অপমান সহ্য হয় না শ্বেতা। তুমি আমাকে এমন করে ঘেন্না করবে?"[২৪]

৯। "... গলিত আঙ্গুলগুলি মহাশ্বেতার চোখের সামনে মিলিয়া ধরিয়া আর্তনাদের মতো বলিতে থাকে; বেবোনা ভেবোনা তোমার হবে। আমার চেয়ে ভয়ানক হবে। এত পাপ কারো সয় না। হিংস্র ক্রোদের বশে যতীন আহগুলের কতগুলি আোসে তারহাতে জোরে জোরে ঘষিয়া দেয়।"[২৫]

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

১০। "... কেমন একটা স্বপ্ন দেখছে যে কুণ্ড হইতে একটি সাদা ফুল আনিয়া মাদুলি ধারণ করলে সে নীরোগ হইতে পারে।"[২৬]

১১। "যতীন একদিন কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল; তুমি খালি ওদের সেবা করো শ্বেতা আমার দিকে তাকিয়ে দেখো না।"[২৭]

যতীন চরিত্রটির মনোলোকের বিবর্তন ক্রমানুসারে পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে তার চরিত্র স্বাভাবিক ছিল তারপর আবার অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং গল্পের শেষে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। একটি রোগ কি করে মানুষের শরীরের সঙ্গে মনকেও বিষাক্ত করে তোলে তার উদাহরণ যতীন। মহাশ্বেতার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে, মহাশ্বেতা কুষ্ঠ রোগীর স্ত্রী মহাশ্বেতার গলায় শোনা যায় এই শোচনীয় অবস্থার জন্য তার ভাগ্য দায়ী। স্বামীর কোনো পাপ নেই, মানসিক বিকৃতির জন্যই যতীন কিন্তু আলাদা মত পোষণ করে—

"তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে ছেলে খেকো রাক্ষসী।"[২৮]

যতীনের রোগী হিসেবে তার এই মনস্খলন বাস্তববাদী করে তোলে। মহাশ্বেতার প্রতি তার রাগ আত্মহত্যা অপমানকর মন্তব্য শরীরের অসুস্থতা থেকে আরো বেশি জঘন্য রোগীতে পরিণত করে রোগগ্রস্ত যতীনের জীবনে মানসিক পরিবর্তনের থেকে তার দুর্বল মনে বিভিন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কার বাসা বাঁধে। এতদিন ঠাকুর দেবতার প্রতি যতীনের কোনো বিশ্বাস ছিল না কিন্তু এখন সে ঠাকুর দেবতার প্রতি বিশ্বাস করতে শুরু করে। মনে আশা জাগে সুস্থ হওয়ার। সে মহাশ্বেতাকে তীর্থ যাওয়ার কথা বলে মহাশ্বেতা রাজি হয় না। পরকীয়ায় লিপ্ত বলে স্ত্রীর প্রতি শুধু অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হয় না তারও যেন এরকম অবস্থা হয় সে অভিশাপ দেয়।

যতীন যন্ত্রণায় ক্ষোভে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যায়। রাগে তার আঙুলগুলি স্ত্রীর হাতে ঘষে দেয় মহাশ্বেতা এরপর স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরতে শুরু করে। যতীনের চরিত্রের পতনের রূপটি ভয়াবহ সে ভাবনায় মহাশ্বেতা জীবনে বাঁচার জন্য অবলম্বন খোঁজে। কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে অনেক অসুস্থ রোগীর দেখা পায়, সেই কুষ্ঠ রোগীদের নিয়ে বাড়িতে আশ্রম গড়ে তোলে। যতীনকে ছেড়ে মহাশ্বেতা কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যতীনের প্রতি মহাশ্বেতার ব্যবহার সেটা যতীনের একাকীত্ব, পত্নীর সঙ্গে চিরকালের বিচ্ছেদের গভীর বেদনাকে জাগিয়ে তোলে। যতীনের সত্তা মৃত হয়ে যায়। আর মহাশ্বেতা এক থেকে বহুর জীবনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যতীনের স্বভাবের যে পরিবর্তন গল্পকার দেখিয়েছেন সেটা কুষ্ঠরোগীর স্বাভাবিক মানসিক পরিবর্তন রূপে স্বাভাবিক। গল্পে মাহশ্বেতার পরিবর্তন যেখানে একক থেকে বহুত্বের

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

দিকে সেখানে যতীনের বিবর্তনতার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে আর এক সংকীর্ণ গণ্ডিতে। গল্পের শুরুতে যতীনকে মহাশ্বেতার স্বামী রূপে দাম্পত্য জীবনে দেখা যায় এবং গল্পের শেষে সেই যতীন সাধারণ কুষ্ঠ রোগী ছাড়া আর কিছু নয়। ঠাকুর দেবতা মাদুলি মন্ত্রপূত ফুলে যতীন গভীর বিশ্বাস রেখেছে মহাশ্বেতা এবারও তাকে অস্বীকার করে মানব ধর্ম গ্রহণ করেছে।

কুষ্ঠরোগীর বউ গল্পের নামকরণ অবশ্যই চরিত্র ধর্মী আর গল্পটির নায়িকা মহাশ্বেতা, নায়ক যতীন। নামের মধ্যে যতীন ও মহাশ্বেতা দুজনেই উপস্থিতি গল্পে স্বমহিমায় নিজের স্থানে আছে। গল্পটি যতীনের কুষ্ঠ রোগ আক্রান্ত হবার গল্প তেমনিভাবে মহাশ্বেতারও প্রতিক্রিয়ার লড়াই। গল্পের ভূমিকা কেমন হবে সেটা দেখার ছিল তাই নামকরণের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সে দিক থেকে।

গল্পের ব্যঞ্জনাময় দিক থেকেও নামকরণটি গুরুত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতার স্বামী ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত। সে সময় একজন স্ত্রীর কি কর্তব্য থাকতে পারে, মানসিক দিক থেকে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা গল্পে দেখানো হয়েছে। সে দুরারোগ্য রোগের সঙ্গে স্বামীর নিম্ন মানসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছে। এই লড়াই অগ্নিপরক্ষার মতোন। মহাশ্বেতার এই লড়াই সে দিক থেকে নামকরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাশ্বেতা সে শুধু যতীনের বউ নয় কুষ্ঠ রোগ গ্রস্থ রোগী যতীনের বউ। সে ব্যক্তি জীবন থেকে উঠে এসে সমষ্টির জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। শেষে সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের আশায় থেকেছে কুষ্ঠ রোগীদের বউ হয়ে উঠেছে। বহু মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে অনেককে বারণ করেছে। আর এই কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করে তাদের সারিয়ে তোলাই তার জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছে। তার এই ক্ষুদ্র জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনের উত্তরণ কুষ্ঠরোগীর বউ নামকরণ হিসেবে যথাযথ হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্য সূত্র

১। যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পাদনা) : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ, বঙ্গল পাবলিশার্স ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩। ২৬তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১২। পৃষ্ঠা ৫৮
২। তদেব : পৃষ্ঠা ৫৮
৩। তদেব : পৃষ্ঠা ৫৮
৪। তদেব : পৃষ্ঠা ৬০

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra

৫। তদেব : পৃষ্ঠা ৫৮
৬। তদেব : পৃষ্ঠা ৫৮
৭। তদেব : পৃষ্ঠা ৬০
৮। তদেব : পৃষ্ঠা ৬০
৯। তদেব : পৃষ্ঠা ৬০
১০। তদেব : পৃষ্ঠা ৬২
১১। তদেব : পৃষ্ঠা ৬৩

Principal
Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya
PRINCIPAL
Kalipada Ghosh Tarai
Mahavidyalaya
Bagdogra